ঝিনাইদহে আন্তঃবিভাগীয় মোটরসাইকেল চোর চক্রের মূলহোতাসহ গ্রেপ্তার ৩

ঝিনাইদহে আন্তঃবিভাগীয় মোটরসাইকেল চোর চক্রের মূলহোতা মোহাম্মদ আলী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার ও তিনটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ সদর থানায় প্রেসবিফিং এর মাধ্যমে অতিরিক্ত পুলিশ মীর আবিদুর রহমান এসব তথ্য জানান।

গতকাল সোমবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ সদর থানা চৌকশ অভিযানিক পুলিশ ও সাতক্ষীরা পুলিশের সহায়তায় সাতক্ষীরার শ্যাম নগর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মোহাম্মদ আলী (৪০) সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার বংশিপুর গ্রামের মৃত মজিদ গাজীর ছেলে। সংবাদ কর্মীদের কাছে তিনি জানন, আন্তঃবিভাগীয় চোর চক্রের মূল হোতা মোহাম্মদ আলীকে গ্রেফতারের পরে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে আরো দুই জানা যায়। তারা হলো মনিরুজ্জামান (৩৩), পিতা-আজিজ গাজী, সাং-ছোট ভ্যাটখালী, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা এবং হেলাল উদ্দীন (২১), পিতা- হবিবুল্লাহ, সাং-চালনা, থানা-দাকোপ, জেলা-খুলনা। গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে আসামীর স্বীকারোক্তি মতে উক্ত মামলার চোরাই যাওয়া মোটর সাইকেল Passion Xpro 110cc, যার রেজিষ্ট্রেশন নং-ঝিনাইদহ-হ-১৪-৮০৫৯, নং-JA06ETKGB 13608, যাহার চেচিস PS1JAS043KJD00266 সহ আরো দুইটি চোরাই মোটরবাইক পাওয়া যায়। মোটর সাইকেল দুটির একটি লাল রংয়েরIGNITOR 125 CC মোটরবাইক এবং অন্যটি খ) একটি লাল রংয়ের hero splendor মোটরবাইক। আসামী মোহাম্মদ আলীর স্বীকারোক্তি মতে চুরির ঘটনার সাহিত তারা জড়িত।

এই মামলা ছাড়াও সিডিএমএস পর্যালোচনায় ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ জেলাসহ খুলনা, মাগুরা, সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৫ টি মামলা রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ক্লোজড: তদন্ত কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থবানিজ্যের গুরুত্বর অভিযাগ উঠেছে। অভিযোগের সত্যতা মেলায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করা হয়েছে। এদিকে রকিবুল ইসলামের ক্লোজের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন কালিন সময়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বইছে আলোচনা সমালোচনা। সেই সাথে অভিযুক্ত এসআই রকিবুল ইসলামকে হিজলগাড়ী ক্যাম্প থেকে ক্লোজড করায় এলাকাবাসি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারকে সাধুবাদ জানিয়ছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর স্কুল পাড়ায় কালুর বাড়িতে গত শুক্রবার ঢাকা ধামরাইয়ের মধুডাঙ্গা থেকে পিকাপভ্যান করে ৪ জন ব্যাক্তি বেড়াতে আসেন।

গত শুক্রবার দিনগত রাত ৩ টার দিকে হিজলগাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স আর আরএফ’র কনোস্টবল ওয়াসিম ও সজিবকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে সন্দেহ জনক ভাবে ৪ জনকে আটক করেন এবং পিকাপভ্যানসহ তাদরকে ক্যাম্পে নিয়ে ১৩ ঘন্টা কাষ্টরিতে আটকিয়ে রাখেন। অভিযোগ উঠেছে আটককৃত ৪ জনকে ছাড়াতে সুকশৌলে ৯৫ হাজার টাকা অর্থবানিজ্য করেছেন তিনি। আর এ অর্থ লেনদেনের মাধ্যেমে হিসাব দায়িত্ব পালন করেন নেহালপুর গ্রামের ওয়াজেদের ছেলে সাইফুল ইসলাম। বিষয়টি অতিগোপনে করা হলও তা জানাজানি হয়ে যায়।

এনিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারের দৃষ্টিগোচর আসে।

এসআই রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় গতকাল সোমবার তাকে হিজলগাড়ী পুলিশ ক্যাম্প থেকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করেন বলে পুলিশের একাধিক সূত্রে জানাগেছে।

অপরদিকে পুলিশের একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, আটককৃতদের ছেড়ে দেবার সময় বেশ কিছু সাদাকাগজে অনকের স্বাক্ষর করে রাখা হয়। রোববার গভির রাতে তিনি সেগুলো অফিস বসে নিজকে রক্ষা করার জন্য নিজের মত করে লেখালেখি করেন।

এদিকে নামপ্রকাশ না করার শর্তে এলাকার অনকেই অভিযোগ করে বলেন, হিজলগাড়ী ক্যাম্পের ভিতরে বেগমপুর ইউপি চেয়ারম্যান মানুষের বসার জন্য একটি গোলঘর নির্মান করে দিচ্ছেন। অথচ রকিবুল ইসলাম এই গোলঘর নির্মানের অযুহাতে গণহারে মানুষের নিকট থেকে অনুদান হিসাবে অর্থ আদায় করেছেন। যা রীতিমত অনেকের মনে কষ্ট দিয়েছে। যা নিয়ে এলাকায় আলাচনা সমালাচনা অব্যাহত আছে।

অনকেই মন্তব্য করে বলেছেন, গোল ঘর নির্মান করার কথা বলে মানুষের নিকট থেকে যে টাকা আদায় করা হয়েছে তা অমানবিক। যার হিসাব তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এদিকে ঘটনার পর থেকে মধ্যস্তাকারি নেহালপুর গ্রামের সাইফুল ইসলাম এসআই রকিবুলের নির্দেশে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছে। সাইফুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সঠিক তথ্য জানাযাবে টাকা কার পকেটে কত গেছে। তার সাথে কোন ভাবেই যোগাযাগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে হিজলগাড়ী ক্যাম্প থেকে আলোচিত ক্যাম্প ইনচার্জকে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসি।

এব্যাপারে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন বলেন, এসআই রকিবুল ইসলামকে ক্যাম্প থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত পূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দর্শনার মোহাম্মদপুরে গৃহবধুর

হত্যার রহস্য উৎঘাটন, হত্যাকারি আটক

অবশেষে মাত্র ৭ ঘন্টার মাথায় উৎঘাটিত হয়েছে দর্শনার গৃহবধু মনজুরা খাতুন মিমের হত্যার রহস্য। বোনকে হত্যা করে নাটক সাজিয়ে রেহায় পেলোনা কুলাঙ্গার বড় ভাই আলমগীর।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার কথা অকপটে স্বীকার করলে পুলিশ আলমগীরকে আদালতে নেয়। বিজ্ঞ আদালত তার স্বীকারোক্তি মৃলক জবানবন্দি রেকর্ড করে।

গত রবিবার চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মিম আক্তার মনজুরা নামে এক নারীকে শ্বাসরোধ করে ও গলা কেটে হত্যার ঘটনায় তার ভাই আলমগীর কবীরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আলমগীর তার বোন হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে গতকাল সোমবার দুপুরে আদালতে জবানবন্দী প্রদান করেছেন।

এ ঘটনার রহস্য উদঘাটন করে প্রেসব্রিফিং করেছে জেলা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আলমগীর কবীর (৩৮) দর্শনার মোহাম্মদপুরের মৃত আরমান আলীর ছেলে।

বিকাল ৪ টার দিকে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দীন আল আজাদ (ক্রাইম এন্ড অপস্) বলেন, এক নিকট আত্মীয়ের সাথে বোনের পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক জেনে যায় ভাই। সেই অবৈধ সর্ম্পক থেকে বোনকে সরে আসার জন্য বারবার সতর্ক করে ভাই আলমগীর। কিন্তু বোন মনজুরা ভাইয়ের কথা না শুনে পরকীয় প্রেম চালিয়ে যায়। এ কারণে ক্ষুব্ধ ছিল ভাই।

এরই মধ্যে আলমগীরের সাবেক স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের সাথে বিবাদ সৃষ্টি হয়। শ^শুর বাড়ির লোকজন মোবাইল ফোনে হুমকি দিলে তা রেকর্ড করে বোনকে হত্যার জন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করে ভাই আলমগীর।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, পরিকল্পনা মতো গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোনকে কৌশলে বাড়ীর পাশের আমবাগানে ডেকে নিয়ে যায় ভাই। এসময় কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে বোনের নিজের ওড়না দিয়ে গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে লাশ বেগুন ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধারালো দা দিয়ে গলাকেটে মৃত্যু নিশ্চিত করে আলমগীর।

অনুসন্ধানের তথ্য থেকে পুলিশ কর্মকর্তা উদ্দীন আল আজাদ আরও জানান, হত্যার পর ঘটনা অন্যদিক প্রবাহিত করার জন্য আসামী আলমগীর ধারালো দা দিয়ে নিজের মাথায় নিজেই তিনটি পোচ দেন এবং আমগাছে থাকা রশি নিয়ে নিজেই নিজের হাত-পা বেঁধে চিৎকার করতে থাকে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করলে অপহরণের নাটক সাজিয়ে বিভ্রান্ত করে আলমগীর। এসময় তার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, এ ঘটনায় নিজেকে দায়ী করে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছেন আলমগীর। এর আগে গতকাল সোমবার সকালে আলমগীরকে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন বোন জামাই সুরুজ মিয়া।

পুলিশের প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা ও ডিবি পুলিশের ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (২২ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে দর্শনা মোহাম্মদপুরে বাড়ির পাশের একটি বেগুন ক্ষেত থেকে মিম আক্তার মনজুরার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ আলমগীরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনায় পুলিশের একাধিক টিম আলমগীরকে জিজ্ঞাসাবাদে সে এ হত্যা কান্ডের ঘটনা স্বীকার করে। গতকালই মনজুরা খাতুন মিমের লাশের ময়না তদন্ত শেষে স্থানীয় কোবরস্থানে দাফন সম্পর্ন হয়েছে।

এদিকে স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে বসত বাড়ির ২ কাটা জমি নিয়ে ভাই বোনের মধ্যে প্রায় ঝকড়া হতো। এ ধরনের ঘটনার জের ধরে এ হত্যাকান্ড ঘটতে পারে বলে এলাকাবাসির ধারনা।

দর্শনায় পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে

জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দৃর্গাপৃজার ছিলো মহানমবী হিন্দু সম্প্রদায় যাতে করে নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে দৃর্গা উৎসব পালন করতে পারে সে জন্য ব্যাবস্থা করা হয়েছে কড়া নিরাপত্তা। বিষয়গুলো দেখভাল করার পরিদর্শন করেছেন।

জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও পুলিশ সুপার আবদুল্লা আল মামুন, দামুড়হুদা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা,দামুড়হুদা সার্কেল এ এসপি জাকিয়া সুলতানা।

আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার কেরুজ, পুরাতন বাজার হরিজন সম্প্রদায়, কালিদাসপুর দাসপাড়া,আদিবাসিপাড়া পৃজা মন্ডপে যান।

এ সময় তারা সার্বিক খোজখবর নেন এবং সকলের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

কোটচাঁদপুরে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

কোটচাঁদপুর উপজেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রফিকুল ইসলাম।

আজ সোমবার সকালে জেলা প্রশাসক কোটচাঁদপুর মডেল থানা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি সেবাপ্রার্থীদের কথা শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। পরে তিনি কোটচাঁদপুর উপজেলা ভূমি অফিসের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন ও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতবিনিময় করেন।

পরর্বতীতে বলুহর কমিউনিটি ক্লিনিক ও বলুহর কুড়ীপাড়া পূজা মন্ডপ দর্শন,সাফদারপুর বলরাম নগর আশ্রয়ণ প্রকল্প ও কুশনা ইউনিয়নে তালিনা পার্ক পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক। সে সময় তিনি আশ্রয়ণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়, সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মন্ডপের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ সৈয়দ আল-মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম,উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভীর জামান প্রতিক, বলুহর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, কুশনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ভ্যান চোরকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

আলমডাঙ্গার উপজেলার বিনেতপুর গ্রামে এক ভ্যান চোরকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী।

গতকাল রোববার বিকেল ৪ টায় উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কাকিলাদহ গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৫)। সে আন্তঃজেলার চোরচক্রের সদস্য।

স্থানীয়রা জানান, বিনেতপুর গ্রামের মৃত কাবিল উদ্দিনের ছেলে উজ্জল হোসেন। তিনি পেশায় একজন মোটর চালিত পাখিভ্যান চালক। রোববার বিকেলে সে ভ্যান চালিয়ে বসত বাড়ির সামনে রেখে বাড়িতে

প্রবেশ করে। ওত পেতে থাকা চোরচক্রের সদস্য কাকিলাদহ গ্রামের সাদ্দাম কৌশলে পাখিভ্যান চুরি করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এসময় এলাকাবাসী চুরির অভিযোগে সাদ্দামকে গাছে বেধে মারপিট করে।

পুলিশ জানায়, পুলিশের জরুরী সেবা ৯৯৯-এ ফোনে এক ভ্যান চোরকে আটকিয়ে গাছে বেধে মারপিট করছে এলাকাবাসী। এমন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে চোরচক্রের ওই সদস্যকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে হারদি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পুলিশ হেফাজতে নেয়। আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত কুমার জানান, চুরির ঘটনায় সাদ্দামকে আটক করা হয়েছে। রবিবার রাতেই চুরি মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

জীবননগরে ১৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক ২

জীবননগর থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে করেছে।

গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস.এম. জাবীদ হাসানের নিদেশে, জীবননগর থানার এসআই(নি:) এসএম রায়হান সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ সীমান্ত ইউনিয়নে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে নতুনপাড়া গ্রামের আঃ কুদ্দুসের ছেলে মোঃ হারুন অর রশিদ (৩২),এবং গোয়ালপাড়া গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে মোঃ আবুল বাশারকে (৩০) জীবননগরে উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের ১নং আসামী মোঃ হারুন অর রশিদ এর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে মাদকদ্রব্য ১৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান: ২৩ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযানে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিনা টিকিটে যাত্রীদের ভ্রমনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর ভিতরে ২১ যাত্রীকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন রেলওয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির হাজতে রাখার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক।

আজ রবিবার সকাল নয়টা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে দুটি ট্রেনের অভিযান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশনাল স্টেট অফিসার মো. নুরুজ্জামান।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন নাটোরের লালপুর থানাধীন পুরাতন ঈশ্বরদী এলাকার আমিনুল শেখের ছেলে মুকুল হোসেন, নীলফামারী জেলার মাঝপাড়া এলাকার হোসেন আলীর ছেলে আরিফ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে আলামীন, নাটোর জেলার লালপুর থানাধীন চংখপাইল এলাকার বকতারের ছেলে আশিক, ঢাকা জেলার দোহার থানাধীন বারহা দোয়ার এলাকার গফফুর আলীর ছেলে শাইন, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ গ্রামের সানোয়ারের ছেলে আতিকুল, কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানাধীন উত্তর কাঠদহহ এলাকার মিনহাজ্বের ছেলে সুজন আলী, যশোর জেলার দিয়ারা এলাকার মফিজুরের ছেলে বিল্লাল, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন ইসলামপুর এলাকার আমজাতের ছেলে মামুনী, যশোর জেলার আরএন রোডের মৃত আনারুল হকের ছেলে আমিনুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে লুৎফর রহমান, খুলনা জেলার শেরেবাংলা রোডের সোনাডাঙ্গা এলাকার মৃত শেখ সাইদুল হকের ছেলে জাহিদ হোসেন, যশোর বারোবাজার এলাকার মৃত নিয়ামুল মিয়ার ছেলে কিতাব আলী, চাপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট থানাধীন মুছরিভুজা গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে বাবুল আক্তার, পাবনার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত নান্নুর ছেলে রমজান আলী, নাটোরের পুরাতন ঈশ্বরদী গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার উত্তর কাঠদহ এলাকার

ইব্রাহিম খলিলের ছেলে শিপন, একই এলাকার নুর ইসলামের ছেলে ঝন্টু, রাজবাড়ি জেলার উদয়পুর গ্রামের চাঁনখার ছেলে মিলন, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে ইউসুফ আলী ও মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বানদেবপুর গ্রামের হিসাব আলীর ছেলে এনামুল হক।

এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন চুয়াডাঙ্গার গোপালের ছেলে বিষ্ণু ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কালীপুর গ্রামের নজিরখার ছেলে সোহাগ।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুদ রানা বলেন, বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের দায়ে ২১ যাত্রীকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হাজতবাসের নির্দেশ দেন। সাজাপ্রাপ্তদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ঠিকাদার শহীদ শরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের মামলা করেছেন ব্যবসায়ীক পার্টনার দেবাশীষ বাগচি।

গত বৃহস্পতিবার দেবাশীষ বাগচী মেহেরপুুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-২ এর আমলি আদালত মেহেরপুরে উকিল
নোটিশের সূত্র ধরে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্টে মামলার আবেদন করলে আদালতের বিচারক মোঃ তরিকুল ইসলাম মামলাটি আমলে নিয়ে সমন জারীর আদেশ দেন। যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।

মামলার এজহারে দেবাশীষ বলেছেন, পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সঙ্গে আমার মূলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আমি, আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে একপর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করে।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ব্যাংক চেক ডিজাঅনার সার্টিফিকেট দেয়। আমি বিষয়টি আসামীকে জানালে সে আমাকে আজকাল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অতঃপর আমি বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে গত ৩০ আগস্ট আসামী বরাবর এন আই এক্ট ১৮৮১ এর বিধান মতে ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া চেকে উল্লেখিত ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পরিশোধ করিয়

চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করি।

ইতোপূর্বে গত ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ
সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি
দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু। অপরদিকে, চেক ডিজঅনার হওয়াতে উকিল নোটিশ পাঠানো দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে উল্টো চেক চুরির মামলা করেছিলেন শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যা মামলায় রনি হোসেন (৩৯) নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসাথে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সাজার আদেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলামের আদালত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ আদালতে এই রায় দেন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মো. রনি হোসেন (৩৯) কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল চার মাইল এলাকার বাসিন্দা। মামলার অপর আসামি রনির মা লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি রফিকুল ইসলাম লালন জানান, ‘রত্না হত্যা মামলায় জড়িত আসামি রনির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বাক্ষ্য ও শুনানী শেষে সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ ও অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সাজার দণ্ড দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। এ মামলায় লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে আনীত

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৫ জুন বিকেল সাড়ে চারটায় মিরপুর উপজেলার তাঁতিবন্দ গ্রামের রত্মা খাতুনকে (৩৫) বটতৈল চার মাইল এলাকা থেকে বাজার করে দেওয়ার নাম করে কুষ্টিয়া শহরের কোর্টপাড়ায় রনির মা লিলি খাতুনের ভাড়া বাসায় নিয়ে যায় রনি। সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রনি তার স্ত্রী রত্নাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

এ ঘটনায় পরদিন ১৬ জুন নিহতের ছোট ভাই মো. বিশাল হোসেন বোন রত্নাকে হত্যার অভিযোগ এনে রনি ও রত্নার শাশুড়ি লিলি খাতুনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে গেল বছরের ৩১ আগস্ট এজাহারভুক্ত দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সদর থানার উপপরিদর্শক মো. আব্দুল কাদের আদালতে চার্জশিট দেয়।